ভোরের কাগজ

244

তারিখ AUG. 4 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

সেরা চিঠি

এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল

'ও' লেভেল বা 'এ' লেভেল পরীক্ষায় কোনো ছাত্র প্রথমবারে এক বা দুবিষয়ে ফেল করলে পরবর্তী পরীক্ষায় ছাত্রটিকে ফেল করা বিষয়েই শুধু পরীক্ষা দিতে হয়। দ্বিতীয়বারে ফেল করা বিষয়ে পাস করলে দুবছরের ফলাফল মিলিয়েই ছাত্রটিকে পরীক্ষা পাসের সনদপত্র দেওয়া হয়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে তো বটেই, আমাদের পাশের দেশগুলোতেও অনুরূপ ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশেই শুধু এ ব্যবস্থা নেই। ১০ বছর অধ্যয়নের পর কোনো ছাত্রছাত্রী স্বিকৃতি পায় না। এতে করে যে জাতীয় অপচয় হয় ও ফেল করা ছাত্রছাত্রীটির যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় তা আমাদের দেশের বড়ো বড়ো নির্বাহী কর্মকর্তারা অনুধাবন করতে পারছেন বলে মনে হয় না।

সম্প্রতি ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বোর্ড থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব গিয়েছিল এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষায় এক বা দুই বিষয়ে ফেল করা ছাত্রদের পরবর্তী বছর ফেল করা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে এবং দুবছরের পাস করা বিষয়ের নম্বর মিলিয়েই ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। সম্ভবত বর্তমান সরকার গঠিত অধ্যাপক সামসুল হক শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবও ছিল তাই। কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাবটির বিষয়ে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত আসে। মন্ত্রণালয় বলছে যে, এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হলে একবারে যেসব ছাত্রছাত্রী পাস করবে ও যারা দুবারে পাস করবে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকছে না।

আসলে কি তাই? যে ছাত্র দুবছরে পাস করছে তার তো একটি বছর নষ্ট হয়েছে এবং সে তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেই। আর ফেল করা বিষয়ে একটি বছর বেশি পড়াশোনার ফলে বিষয়টিতে তার জ্ঞানও বাড়বে। তাই পার্থক্য করার কোনো প্রয়োজন মোটেও আছে কি?

সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রচলিত যুগোপযোগী ও আধুনিক মনস্ক এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিষয়ক যে সিদ্ধান্তটি বোর্ড কর্তৃপক্ষ পেশ করেছিল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তা পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এতে করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অতি পুরোনো পদ্ধতির আধুনিকায়ন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

অধ্যাপক আবুল কাশেম
সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ
৬-সি, রোড-১১, বাড়ি-১৪
মিরপুর, ঢাকা